সংবাদ

তারিখ 16 NOV 2017
পৃষ্ঠা ১ ... কলাম ১ ...

এবার প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায়

কমেছে এক লাখ ৩৪ হাজার শিক্ষার্থী

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

পঞ্চম শ্রেণীর প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় এবার অংশ নিচ্ছে মোট ৩০ লাখ ৯৬ হাজার ৬৫ জন খুদে শিক্ষার্থী। এর মধ্যে প্রাথমিকে ২৮ লাখ চার হাজার ৫০৯ জন এবং মাদ্রাসার ইবতেদায়িতে দুই লাখ ৯১ হাজার ৫৫৬ জন পরীক্ষার্থী। আর পঞ্চম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষার্থীর মধ্যে ছাত্র ১২ লাখ ৯৯ হাজার ৯৮৫ জন ও ছাত্রী ১৫ লাখ চার হাজার ৫২৪ জন। প্রাথমিকে ছাত্রের চেয়ে ছাত্রী সংখ্যা এক লাখ ৮৯ হাজার ৮০১ জন বেশি। এই দুই পরীক্ষায় গত বছর মোট ৩২ লাখ ৩০ হাজার ২৮৮ জন অংশ নিয়েছিল। সে হিসেবে এবার পরীক্ষার্থী কমেছে এক লাখ ৩৪ হাজার ২১৩ জন। ২০১৫ সালে ৩২ লাখ ৫৪ হাজার ৫১৪ জন ক্ষুদে শিক্ষার্থী এই সমাপনীতে অংশ নিয়েছিল।

আগামী ১৯ নভেম্বর সারাদেশে একযোগে প্রাথমিক ও ইবতেদায়ী সমাপনী পরীক্ষা শুরু হচ্ছে।

গতকাল নিজ মন্ত্রণালয়ে সংবাদ সম্মেলনে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান এ তথ্য তুলে ধরে বলেন, পরীক্ষার্থীর সংখ্যা এবার কমেছে প্রায় ৪ শতাংশ। ভুয়া শিক্ষার্থীর তালিকা তৈরি বন্ধ হওয়ার কারণে পরীক্ষার্থী কমেছে।

তিনি আরও বলেন, আগে যখন শতভাগ শিক্ষার্থী উপবৃত্তির পেত না, তখন ভুয়া তালিকা তৈরি করে সরকারের কাছ থেকে অতিরিক্ত টাকা নিয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষ সব শিক্ষার্থীকে বৃত্তি পাইয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করত।'

বর্তমানে শহর, বন্দর, নগর ও মহানগরে শতভাগ বৃত্তি দেয়া হচ্ছে জানিয়ে গণশিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'কোনো জায়গা উপবৃত্তির বাইরে নেই। কম্পিউটারাইজড পদ্ধতিতে, অনলাইন ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে এখন যে কাজগুলো করা হচ্ছে, তার ফলে যেসব কমেছে : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৫

কমেছে : এক লাখ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

জায়গায় ল্যাপসগুলো ছিল, সেটা ক্লিয়ার করতে পেরেছি।'

টানা দুই বছর কেন পরীক্ষার্থী কমল- এমন প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, 'তা গবেষণার বিষয়। আমি পরিসংখ্যানবিদ না। তবে ক্লাসে যা থাকবে তার থেকে বেশি করে দেখানোর কোনো সুযোগ নাই।'

দেশের সাত হাজার ২৬৭টি এবং বিদেশের ১২টি কেন্দ্রে এবার সমাপনী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ১৯ নভেম্বর শুরু হয়ে পরীক্ষা চলবে ২৬ নভেম্বর পর্যন্ত। মোস্তাফিজুর রহমান মোট পরীক্ষার্থীর তথ্য তুলে ধরে বলেন, 'এবার ছাত্রদের থেকে এক লাখ ৮৯ হাজার ৮০১ জন বেশি ছাত্রী সমাপনীতে অংশ নেবে। এটা আশাব্যঞ্জক যে মেয়েরা প্রতিটি ক্ষেত্রে ক্রমশ : এগিয়ে যাচ্ছে।' তিনি জানান, প্রাথমিক সমাপনীতে এবার দুই হাজার ৯৫৩ জন এবং ইবতেদায়ীতে ৩৭৯ জন বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন পরীক্ষার্থী অংশ নেবে। এই শিক্ষার্থীদের অতিরিক্ত ২০ মিনিট সময় দেয়া হবে।

প্রশ্নপত্র ফাঁসে জিরো টলারেন্স নীতি

প্রশ্নপত্র বিশেষ নিরাপত্তায় জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে পৌঁছে দেয়া হয়েছে জানিয়ে গণশিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে শেষ করতে যাবতীয় প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে। দুর্গম এলাকার ২০৪টি কেন্দ্রে প্রশ্ন পাঠানো হয়েছে বিশেষ ব্যবস্থায়। পরীক্ষার দিন উপজেলা থেকে কেন্দ্র সচিবের কাছে 'পৌঁছে দেয়া হবে। পরীক্ষার দায়িত্ব পালনে অবহেলা বা অনিয়মের ক্ষেত্রে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করা হয়েছে।' পরীক্ষাকেন্দ্রে মোবাইল ব্যবহার করা যাবে না- জানিয়ে তিনি বলেন, 'প্রশ্নপত্র ফাঁসের যত প্রকার ছিদ্র এখন পর্যন্ত আবিষ্কার হয়েছে, যে ছিদ্রগুলো দিয়ে পানি আসতে পারে, সবটাই বন্ধ করার আমরা চেষ্টা করছি।' প্রশ্ন ফাঁস ঠেকাতে গত বছর থেকে দেশের ৬৪ জেলাকে বিশেষ আটটি অঞ্চলে ভাগ করে আট সেট প্রশ্ন ছাপিয়ে এই পরীক্ষা নেয়া হচ্ছে। কিছুক্ষেত্রে প্রাথমিকের শিক্ষার্থীদের ফল পরিবর্তনের ঘটনা ঘটেছে স্বীকার করে মন্ত্রী বলেন, 'শ্রেণী নির্বিশেষে কেউ দাবি করতে পারি না যে শতভাগ নিশ্চিত পদ্ধতিতে আমরা কাজ করছি। আমরা পরীক্ষামূলকভাবে এগিয়ে যাচ্ছি। অপরাধীদের বিরুদ্ধে আইনগত ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাও নেয়া হচ্ছে।'

এই পরীক্ষার ফল পরিবর্তনের দায়ে রাজশাহীতে একজন জেলা ও একজন থানা শিক্ষা কর্মকর্তাকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে উল্লেখ করে বলেন, 'আমরা এর মাধ্যমে বার্তা দিয়েছি, কেউ যদি এ ধরনের কাজে উদ্যোগী হয়, তাহলে কী হতে পারে।'

তিনি আরও বলেন, 'যুগে যুগে কালে কালে এ রকম আরও বেশি হয়ত ছিল, তখন হয়ত এমন মিডিয়ার ইয়ে ছিল না। এখন মানুষের সামনে এই কথাগুলো আসছে, যেখানেই যেটা আমরা পাচ্ছি এটার ব্যাপারে শুধু এটুকুই বলতে পারি, এ ধরনের কোন অব্যবস্থা বা কোন অনিয়ম কোন জায়গায় কোন ব্যক্তিবিশেষ বা ক্ষুদ্র গোষ্ঠী করতে পারেন, কিন্তু রাষ্ট্রীয় কোন পৃষ্ঠপোষকতায় এ ধরনের কোন ঘটনা ঘটছে না।' পঞ্চম শ্রেণীর প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা শুরু হয় ২০০৯ সালে। আর ইবতেদায়ী পরীক্ষা শুরু হয় ২০১০ সালে। প্রথম দুই বছর বিভাগভিত্তিক ফল প্রকাশ করা হয়। ২০১১ সাল থেকে গ্রেডিং পদ্ধতিতে এই পরীক্ষার ফল প্রকাশ হচ্ছে। ২০১৩ সাল থেকে এই পরীক্ষার সময় আধ ঘণ্টা বাড়িয়ে আড়াই ঘণ্টা করা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে অন্যদের মধ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব মোহাম্মদ আসিফ-উজ-জামান, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক আবু হেনা মোস্তফা কামাল এবং মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষার সূচি

সূচি অনুযায়ী, আগামী ১৯ নভেম্বর ইংরেজি, ২০ নভেম্বর বাংলা, ২১ নভেম্বর বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়, ২২ নভেম্বর প্রাথমিক বিজ্ঞান, ২৩ নভেম্বর ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা এবং ২৬ নভেম্বর গণিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

ইবতেদায়ী পরীক্ষার সূচি

১৯ নভেম্বর ইংরেজি, ২০ নভেম্বর বাংলা, ২১ নভেম্বর বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় এবং বিজ্ঞান, ২২ নভেম্বর আরবি, ২৩ নভেম্বর কুরআন ও তাজবিদ এবং ২৬ নভেম্বর গণিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।